রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, আগস্ট ৩০, ১৯৯৮

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

শাখা-৯

বাংলাদেশ সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ ইং/৫ই ফাল্গুন ১৪০৪ বাং

এস, আর ও নং ২৪—আইন/শ্রজন/শা-৯/৩(৪)/৯৮ Industrial Relations Ordinace, 1969 (XXIII of 1969) এ section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা:

ক্রমিক নম্বর	মামলার নাম	নম্বর/বৎসর
১।	মজুরী পরিশোধ মামলা নং	২১/৯৫
২।	মজুরী পরিশোধ মামলা নং	১৮/৯৬
৩।	মজুরী পরিশোধ মামলা নং	১৯/৯৬
৪।	মজুরী পরিশোধ মামলা নং	২০/৯৬
৫।	ফৌজদারী মামলা নং	২০/৯৬
৬।	মজুরী পরিশোধ মামলা নং	২১/৯৬
৭।	অভিযোগ মামলা নং	৫৫/৯৬
৮।	অভিযোগ মামলা নং	৪৫/৯৬
৯।	ফৌজদারী মামলা নং	৫৪/৯৬

মূল্য: টাকা ৬.০০

ক্রমিক নম্বর	মামলার নাম	নম্বর/বৎসর
১০।	আই, আর, ও, মামলা নং	১০৬/৯৬
১১।	অভিযোগ মামলা নং	১৭/৯৭
১২।	আই, আর, ও, মামলা নং	০৫/৯৭
১৩।	আই, আর, ও, মামলা নং	৭/১৯৯৭
১৪।	আই, আর, ও, মামলা নং	১৯/৯৭
১৫।	মজুরী পরিশোধ মামলা নং	৪৪/৯৭
১৬।	মজুরী পরিশোধ মামলা নং	৪৫/৯৭
১৭।	মজুরী পরিশোধ মামলা নং	৪৬/৯৭
১৮।	মজুরী পরিশোধ মামলা নং	৪৭/৯৭
১৯।	মজুরী পরিশোধ মামলা নং	৫৪/৯৭
২০।	আই, আর, ও, মামলা নং	৩৬/৯৭
২১।	আই, আর, ও, মামলা নং	৬৮/৯৭

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
মীর মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব (শ্রম)।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং-২১/৯৫

আনোয়ারা বেগম, অপারেটর, কার্ড নং-৩১৬,
স্বামী-শাহ আলম,
ঠিকানা-৪৪, নর্থ মাদারটেক, থানা-সবুজবাগ, ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) জনাব মোর্শেদ মঞ্জু, ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
টিনা নিটিংস লিঃ, ৫৪/৮ পশ্চিম মাদারটেক, থানা-সবুজবাগ, ঢাকা।

(২) জনাব আনোয়ার, প্রডাকশন ম্যানেজার,
টিনা নিটিংস লিঃ, ৫৪/৮ পশ্চিম মাদারটেক,
থানা-সবুজবাগ, ঢাকা—প্রতিপক্ষ গন।

আদেশের কপি

আদেশ নং-২২ তারিখ-১৭-৯-৯৭ মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। প্রথম পক্ষের স্বাক্ষী আনোয়ারার জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল। প্রথম পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শনী-১, ২, ৩ এবং ৪ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইল। দ্বিতীয় পক্ষ কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই এবং তলবকৃত কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম।

বাদীনি কর্তৃক ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারায় অত্র দরখাস্ত দাখিল করা হইয়াছে। বাদিনী প্রতিপক্ষগণের ফ্যাক্টরীতে অপারেটর হিসাবে ১৪৫০/= টাকা মাসিক বেতনে কাজ করিয়া আসিতেছে। ২২-৫-৯৫ ইং তারিখে প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক মৌখিক-ভাবে জানান হয় যে তাহার চাকুরী নাই এবং তাহাকে ফ্যাক্টরী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। সে বার বার চাকুরীর জন্য গমন করিলেও প্রতিপক্ষ তাহাকে চাকুরীতে যোগদান করিতে দেয় নাই এবং তাহার প্রাপ্য মে' মাসের ২২ দিনের বেতন বাবদ ১১০০ টাকা জানুয়ারি হইতে এপ্রিল ও মে মাসের ২২ দিনের ওভারটাইন বাবদ ৭,২৫০/= টাকা একুনে ৮ ৩৫০ টাকা তাহাকে প্রদান করা হয় নাই। সে ২৫-৫-৯৫ ইং তারিখে প্রতিপক্ষের বরাবরে এ/ডি সহ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে একটি অনুরোধ পত্র প্রেরণ করে এবং প্রতিপক্ষ উহা গ্রহণ না করায় ফেরত আসে।

বিচার্য্য বিষয় :-

(১) বাদিনী দাবীকৃত অর্থ পাইতে হকদার কি না?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত :

বাদীনি তাহার দরখাস্তে উল্লেখিত প্রাপ্য ৮,৩৫০/= টাকা দাবীর সমর্থনে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে স্বাক্ষ্য দিয়াছেন এবং তাহার দাখিলী কাগজপত্র যথা-অনুরোধপত্র, প্রদর্শনী-১, ডাক রশিদ প্রদর্শনী-২ গেট পাশের ফটোকপি-প্রদর্শনী-৩ ও টিফিন হাজিরা কার্ডের ফটোকপি প্রদর্শনী-৪ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। ঐ সকল প্রদর্শিত কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদীনির দাবী সঠিক এবং সে তাহার প্রাপ্য ৮,৩৫০ টাকা প্রতিপক্ষগণের নিকট হইতে পাইতে হকদার রহিয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে-অত্র মোকদ্দমাটি একতরফা শুনানীতে বিঃখরচায় মঞ্জুর হইল। ১৯৩৭ সালের মজুরী পরিশোধ বিধিমালার ২২(১) ধারার বিধান মোতাবেক বাদীনির প্রাপ্য ৮,৩৫০/= টাকা অদ্য হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে বাদীনির অনুকূলে জমা প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশ দেওয়া হইল। অন্যথায় দরখাস্তকারী উক্ত অর্থ ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষগণ হইতে পাবলিক ডিমাণ্ড হিসাবে আদায় করিতে পারিবে।

অত্র আদেশের ৩ (তিন) টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং-১৮/৯৬ ইং।

উত্তম কুমার ভট্টাচার্য, কার্ড নং-১৭৬
পিতা: শ্রী সত্য রঞ্জন ভট্টাচার্য,
প্রযত্নে-মোঃ বরেক মিয়া,
১৩১, পূর্ব গোড়ান, থানা+পোঃ-সবুজবাগ, ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
আশা গার্মেন্টস লিঃ
৪৬৮ ডি, আই, টি, রোড,
মালিবাগ বিপনী বিতান,
থানা-সবুজবাগ, ঢাকা।

(২) প্রডাকশন ম্যানেজার,
আশা গার্মেন্টস লিঃ,
৪৬৮, ডি, আই, টি, রোড,
মালিবাগ বিপনী বিতান,
থানা-সবুজবাগ, ঢাকা—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১৪, তারিখ ১১-৯-৯৭।

প্রথম পক্ষ উত্তম কুমার ভট্টাচার্য অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম ও দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, গত ১-৭-৯৭, ১২-৮-৯৭ ও ২৮-৮-৯৭ ইং তারিখে প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং-১৯/৯৬

আকলিমা, কার্ড নং-১৫৬
প্রযত্নে-বারেক ভূইয়া,
১৩১, পূর্ব গোড়ান, পোঃ+থানা-সবুজবাগ,
ঢাকা-১২০০—দরখাস্তকারী

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
আশা গার্মেন্টস লিঃ,
৪৬৮, ডি, আই, টি রোড, মালিবাগ বিপনী বিতান,
থানা-সবুজবাগ, ঢাকা।

(২) প্রডাকশন ম্যানেজার,
আশা গার্মেন্টস লিঃ,
৪৬৮ ডি, আই, টি রোড, মালিবাগ বিপনী বিতান,
থানা-সবুজবাগ, ঢাকা-প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ-১৪, তারিখ ১১-৯-৯৭

প্রথম পক্ষ আকলিমা অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম ও দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, গত ১-৭-৯৭, ১২-৮-৯৭ ও ২৮-৮-৯৭ ইং তারিখে প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারনে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং-২০/৯৬

ময়না, কার্ড নং-১১১,
প্রযত্নে বারেক ভুঞা
১৩১ পূর্বগোড়ান,
পোঃ+থানা-সবুজবাগ,
ঢাকা-১২০০—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
আশা গার্মেন্টস লিঃ,
৪৬৮ ডি, আই, টি রোড,
মালিবাগ বিপনী বিতান,
থানা-সবুজবাগ, ঢাকা।

(২) প্রডাকশন ম্যানেজার,
আশা গার্মেন্টস লিঃ,
৪৬৮ ডি, আই, টি, রোড,
মালিবাগ বিপনী বিতান,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১৪ তারিখ ১৯-৯-৯৭

প্রথম পক্ষ নয়ন অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম ও দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবির বক্তব্য শুনিলাম। নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, গত ১-৭-৯৭, ১২-৮-৯৭ ও ২৮-৮-৯৭ ইং তারিখে প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারনে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

ফৌজদারী মামলা নং-২০/৯৬

আবদুল আজিজ হাওলাদার,
পিতা-মৃত রওশন আলী হাওলাদার,
১৫০, দক্ষিন যাত্রাবাড়ী,
থানা-ডেমরা, ঢাকা—বাদী।

বনাম

(১) চিত্ত রঞ্জন সাহা,
পিতা-মৃত-কৈলাস চন্দ্র সাহা,

(২) বিজলী প্রভা সাহা,
স্বামী চিত্ত রঞ্জ সাহা,

(৩) জওহরলাল সাহা,
পিতা-কৃষ্ণ কুমার সাহা,

(৪) অজিত রঞ্জন সাহা,
পিতা-হিরালাল সাহা,
সকলের ঠিকানা
প্রযত্নে-মেসার্স ঢাকা প্রেস (পুথিঘর লিঃ),
৭৪, ফরাশগঞ্জ, থানা-সূত্রাপুর, ঢাকা—আসামীগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-২২ তারিখ ২১-৯-৯৭

মামলাটি দরখাস্ত শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদী ও আসামীগণ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমান্ডার (অবঃ) এম, এ, আজিজ খাঁন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। গত ৩১-৭-৯৭, ২৮-৮-৯৭ ও ১৫-৯-৯৭ তারিখ বাদী ও আসামীগণ অনুপস্থিত ছিলেন। কাজেই আসামীগণকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং তাঁহাদের স্বাক্ষর আদেশ নামায় গ্রহণ করা হইল। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-আসামী নং(১) চিত্ত রঞ্জন সাহা, (২) বিজলী প্রভা সাহা, (৩) জওহরলাল সাহা ও (৪) অজিত রঞ্জন সাহাকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাঁহাদিগকে তাঁহাদের স্ব-স্ব জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা

মজুরী পরিশোধ মামলা নং-২১/৯৬

মোঃ আলেক ভূইয়া, কার্ড নং-২৩৯,
প্রযত্নে বারেক ভূইয়া,
১৩১ পূর্ব গোড়ান,
পোঃ+থানা-সবুজবাগ, ঢাকা-দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
আশা গার্মেন্টস, লিঃ
৪৬৮, ডি, আই, টি, রোড,
মালিবাগ বিপনী বিতান,
থানা-সবুজবাগ, ঢাকা।

(২) প্রডাকশন ম্যানেজার,
আশা গার্মেন্টস লিঃ
৪৬৮ ডি, আই, টি রোড
মালিবাগ বিপনী বিতান
থানা-সবুজবাগ, ঢাকা—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশেরকপি

আদেশ নং-তারিখ ১১-৯-৯৭

প্রথম পক্ষ মোঃ আদেল ভুইয়া অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন নথি দেখিলাম ও দ্বিতীয় পক্ষের আইন জীবীর বক্তব্য শুনিলাম। নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, গত ১-৭-৯৭, ১২-৮-৯৭, ও ২৮-৮-৯৭ ইং তারিখে প্রথমপক্ষ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ:

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারনে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের এটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত

অভিযোগ মোকদ্দমা নং-৫৫/৯৬

মিনু, সিনিয়র অপারেটর,
কার্ড নং, ২৭৮, লাইন নং-২,
ঠিকানা-প্রযত্নে-মাজমা আক্তার
২০০, শান্তিবাগ, ঢাকা-প্রথম পক্ষ।

বনাম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
কমট্রেড এ্যাপারেলস লিঃ
৭এ শান্তিবাগ/রাজারবাগ,
ঢাকা-১২১৭।
দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১৪, তারিখ ২১-৯-৯৭ইং

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমাণ্ডার (অবঃ) এম, এ আজিজ খান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ ১৪-৭-৯৭, ২৭-৭-৯৭, ১১-৮-৯৭, ২৮-৮-৯৭ ও ১৫-৯-৯৭ইং তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সদস্যগণ একমত পোষন করেন এবং তাহাদের স্বাক্ষর আদেশ নামায় গ্রহণ করা হইল। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

অভিযোগ মোকদ্দমা নং-৪৫/৯৬

মোঃ হুমায়ুন কবির সরকার,
ক্যাশিয়ার কাম-ইউডি, এ (বরখাস্তকৃত)

ঠিকানাঃ-

পিতা মোঃ আবদুল জলিল সরদার,
গ্রাম-পাইকারচর, ডাকঘর-বকাবনিয়া,
থানা-দাউদকান্দি, জেলা-কুমিল্লা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) রূপালী ব্যাংক লিঃ, ইহার পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী ভবন, ৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।

(২) উপ-মহাব্যবস্থাপক, ডিসিপ্লিন ও আপীল বিভাগ, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, রূপালী ভবন, ৩৪, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা-১০০০।

(৩) জনাব আরিফুর রহমান, তদন্ত কর্মকর্তা,
এবং প্রিন্সিপাল অফিসার,
রূপালী ব্যাংক লিমিটেড,
এফ, এস, আর, পি, টি, এ বিভাগ,
৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১১, তারিখ ২১-৯-৯৭ইং

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। তাহার বিজ্ঞ-আইনজীবী লিখিতভাবে জানান যে, মামলাটি চালাইবার জন্য Instruction নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমাণ্ডার (অবঃ) এম, এ আজিজ খান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখলাম। প্রথম পক্ষ ১৯-৩-৯৭, ১১-৫-৯৭, ২৫-৬-৯৭, ১০-৮-৯৭ইং তারিখে অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং তাহাদের স্বাক্ষর আদেশ নামায় গ্রহণ করা হইল। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত

ফৌজদারী মামলা নং-৫৪/৯৬

মোঃ ফজলুল করিম,
পিতা-মৃত রোকন উদ্দিন আহম্মদ,
থানা-বকানগর (পশ্চিম পাড়া),
ডাকঘর-নারুলিয়া, থানা-ডেমরা, ঢাকা—বাদী।

বনাম

মুসলেম উদ্দিন আহমদ,
স্বত্বাধিকারী-এমকো প্রেস
৩১/১ ওয়াসান সরকার লেন,
নারিন্দা, থানা-সূত্রাপুর, ঢাকা—আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১২, তারিখ ২১-৯-৯৭ইং

মামলাটি দরখাস্ত শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। বাদী মোঃ ফজলুল করিম ও আসামী মুজের উদ্দিন আহমেদ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমাণ্ডার (অবঃ) এম, এ, আজিজ খান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। গত ৪-৯-৯৭ ও ৯-৯-৯৭ইং তারিখ বাদী অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে বাদী মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারায় আসামীকে অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষন করেন এবং তাহাদের স্বাক্ষর আদেশ নামায় গ্রহন করা হইল। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে আসামী মুজের উদ্দিন আহমদকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। আসামীকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

আই, আর, ও মোকদ্দমা নং-১০৬/৯৬

মোঃ হানিফ, পিতা মৃত-ইয়াকুব নবী,
গ্রাম হাওলাদার পাড়া, থানা-নান্দাইল, জেলা ময়মনসিংহ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) হাসান টিন ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
পক্ষে ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
রোড নং-১০, প্লট নং-৬, শ্যামপুর শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৪।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
হাসান টিন ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
রোড নং-১০, প্লট নং-৬, শ্যামপুর শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৪।

—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১৩, তারিখ-২১-৯-৯৭

উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমাণ্ডার (অব:) এম, এ, আজিজ খান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের ১০-৭-১৯৯৭ তারিখের নালিশী মামলা খারিজের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষের প্রার্থনা মোতাবেক মামলা খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষন করেন যে এবং তাহাদের স্বাক্ষর আদেশ নামায় গ্রহন করা হইল। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে,-মামলাটি প্রথম পক্ষের প্রার্থনা মোতাবেক খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩ টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আব্দুর রাজ্জাক,
চেয়ারম্যান,।
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

অভিযোগ মামলা নং-১৭/৯৭

আবুল হোসেন, প্রযত্নেঃআবদুল কুদ্দুস,
২২/৭, এ, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন, প্রতিনিধিত্বে ইহার চেয়ারম্যান,
২১, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১২, তারিখ ২-৯-১৯৯৭

উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমাণ্ডার (অব:) এম, এ, আজিজ খান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের ১১-৯-১৯৯৭ তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষকে প্রার্থনা মোতাবেক মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষন করেন এবং তাহাদের স্বাক্ষর আদেশ নামায় গ্রহন করা হইল। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে তাহার প্রার্থনা মোতাবেক মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের ৩ কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ।ঢাকা।

আই, আর, ও মোকদ্দমা নং-০৫/১৯৯৭ ইং

জহুরা, প্রযত্নে নাজমা আক্তার,
২০০, শান্তিবাগ (নীচতলা), ঢাকা-বাদী।

বনাম

(১) মহাব্যবস্থাপক, সুপ্রীম এ্যাপারেলস,
৫৪, শান্তি নগর, ঢাকা-১২১৭অপর পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১০, তারিখ ২১-৯-১৯৯৭

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমাণ্ডার (অবঃ) এম, এ, আজিজ খান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন যে এবং তাহাদের স্বাক্ষর আদেশ নামায় গ্রহণ করা হইল। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, কেস নং-৭/৯৭

ইসলাম, কার্ড নং-৪২৪, বিল্ডিং নং-৮৭, রুম নং-৫,
এ, জি, বি, কলোনী, মতিঝিল, ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সুপ্রীম এ্যাপারেলস লিঃ,
৫৪, শান্তি নগর, ঢাকা-১২১৭—প্রতিপক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১০, তারিখ-২১-৯-১৯৯৭

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই এবং উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমাণ্ডার (অবঃ) এম, এ, আজিজ খান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে মামলা খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং তাহাদের স্বাক্ষর আদেশ নামায় গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩ কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মোঃ নং ১৯/৯৭

সঞ্জয়, সহকারী মিস্ত্রি,
গ্রাম-কুলাইট, পোঃ পাঁচদোনা, জেলা-নরসিংদী—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) শ্রী শ্রী বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী টিম্বার ট্রেডার্স করাত কল,
সাং-পোঃ-পাঁচদোনা মোড়, জেলা-নরসিংদী,
প্রতিনিধিত্বে-উহার মালিক, শ্রী শম্ভু সূত্রধর।

(২) মালিক, শ্রী শম্ভু সূত্রধর,
শ্রী শ্রী বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী টিম্বার ট্রেডার্স করাতকল
সাং-পাঁচদোনা, পোঃ-পাঁচদোনা, জিলা-নরসিংদী—মূল বিবাদী/২য় পক্ষ।

(৩) কলকারখানা পরিদর্শক, শ্রম ভবন, ৮ম তলা,
৪ নং রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা—মোকাবিলা বিবাদী/২য় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১৫, তারিখ ২১-৯-৯৭

উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমাণ্ডার (অবঃ) এম, এ, আজিজ খান, ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের দাখিলী মামলা প্রত্যাহার করার দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষ মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং তাহাদের স্বাক্ষর আদেশ নামায় গ্রহণ করা হইল। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে,-মামলাটি প্রথম পক্ষকে প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ কেস নং-৪৪/৯৭

চাঁদ মিয়া, প্রাক্তন শ্রমিক,
গ্রাম গোয়াল, থানা ও পোঃ-ধামরাই, জেলা-ঢাকা-দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) নুনু গিরানিক ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ,
পোঃ এবং থানা-ধামরাই। জেলা-ঢাকা।
প্রতিনিধিত্বে ইহার জেনারেল ম্যানেজার।

(২) মিঃ হারুনুর-অর-রশিদ নুনু,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
নুনু গিরানিক ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ, ওয়ারী, ঢাকা—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-৫, তারিখ ৮-৯-১৯৯৭

প্রথম পক্ষ চাঁদ মিয়া অনুপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবি মামলাটি খারিজ করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। প্রথম পক্ষের নিযুক্তীয় আইনজীবি কর্তৃক ২৬-৮-১৯৯৭ তারিখের দাখিলী মামলা খারিজ করার দরখাস্ত অদ্য পেশ করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষের আইনজীবী জানান যে, মামলাটি চালাইবার জন্য প্রথম পক্ষের কোন নাই। নথি দেখিলাম এবং উভয় পক্ষের নিযুক্তীয় আইনজীবিগণের বক্তব্য শুনিলাম। এমতাবস্থায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

আব্দুর রাজ্জাক,
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মোঃ নং-৪৫/৯৭

মোঃ মোজাম্মেল হোসেন,
প্রাক্তন সহকারী সুপারভাইজর
মেকানিকেল সেকশন
মুন্নু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
মানিকগঞ্জ, ঢাকা। দরখাস্তকারী

বনাম

(১) মুন্নু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
পোঃ- ও থানা মানিকগঞ্জ-জেলা-ঢাকা।
প্রতিনিধিত্বে ইহার জেনারেল ম্যানেজার।

(২) মিঃ হারুন-অর-রশিদ মুন্নু,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
মুন্নু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, ওয়ারী, ঢাকা—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-৫, তারিখ -৯/৯৭

প্রথম পক্ষ মোঃ মোজাম্মেল হোসেন অনুপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবি মামলাটি খারিজ করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। প্রথম পক্ষের নিযুক্তীয় আইনজীবী কর্তৃক ২৬-৮-১৯৯৭ ইং তারিখের দাখিলী মামলা খারিজ করার দরখাস্ত অদ্য পেশ করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষের আইনজীবী জানান যে, মামলাটি চালাইবার জন্য প্রথম পক্ষের কোন নাই। নথি দেখিলাম এবং উভয় পক্ষের নিযুক্তীয় আইনজীবিগণের বক্তব্য শুনিলাম। এমতাবস্থায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ কেস নং-৪৬-৯৭

মিজানুর রহমান চৌধুরী
পিতা-মৃত-মোঃ হোসেন, চৌধুরী
প্রাক্তন কায়ারম্যান,
মুন্নু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ,
ধামরাই, ঢাকা। দরখাস্তকারী

বনাম

(১) মুন্নু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ,
পোঃ এবং থানা ধামরাই। জেলা-ঢাকা।
প্রতিনিধিত্বে-ইহার জেনারেল ম্যানেজার।

(২) মিঃ হারুন-অর-রশিদ মুন্নু,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
মুন্নু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ, ওয়ারী ঢাকা—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-৫, তারিখ ৮-৯-১৯৯৭

প্রথম পক্ষ মিজানুর রহমান চৌধুরী অনুপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবি মামলাটি খারিজ করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। প্রথম পক্ষের নিযুক্তীয় আইনজীবি কর্তৃক ২৬-৮-১৯৯৭ ইং তারিখের দাখিলী মামলা খারিজ করার দরখাস্ত অদ্য পেশ করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষের আইনজীবী জানান যে, মামলাটি চালাইবার জন্য প্রথম পক্ষের কোন নাই। নথি দেখিলাম এবং উভয় পক্ষের নিযুক্তীয় আইনজীবীগণের বক্তব্য শুনিলাম। এমতাবস্থায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন, (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ কেস নং-৪৭/৯৭

মোঃ মোমিন উল্লাহ
প্রাক্তন সহকারী সুপারভাইসার,
মেকানিকেল ডিভিশন,
মুন্নু সিরামিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
ধামরাই, ঢাকা। দরখাস্তকারী

বনাম

(১) মন্নু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ,
পোঃ এবং থানা ধামরাই। জেলা—ঢাকা।
প্রতিনিধিত্বে ইহার জেনারেল ম্যানেজার।
(২) মিঃ হারুনর-অর-রশিদ মুন্নু
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
মন্নু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ, ওয়ারী, ঢাকা—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

প্রথম পক্ষ মোঃ মোমিন উল্লাহ অনুপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবি মামলাটি খারিজ করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। প্রথম পক্ষের নিযুক্তীয় আইনজীবি কর্তৃক ২৬-৮-১৯৯৭ তারিখে নাখিলী মামলা খারিজ করার দরখাস্ত অদ্য পেশ করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষের আইনজীবী জানান যে, মামলাটি চালাইবার জন্য প্রথম পক্ষের কোন নাই। নথি দেখিলাম এবং উভয় পক্ষের নিযুক্তীয় আইনজীবীগণের বক্তব্য শুনিলাম। এমতাবস্থায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং-৫৪-১৯৯৭

এ, কে, এম, রফিকুল ইসলাম, পিতা মৃত ওয়াহিদুর রহমান,
৬-ডি-৪-৩০ মিরপুর, থানা-মিরপুর, জিলা-ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) আল হেলাল প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং কোং লিঃ
পক্ষে উহার-ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
অবজার্ভার হাউস, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

(২) ডাইরেক্টর,
আল হেলাল প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং কোং লিঃ,
অবজার্ভার হাউস, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

(৩) সম্পাদক, বাংলাদেশ অবজার্ভার,
অবজার্ভার হাউস, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। —প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি।

আদেশ নং-২, তারিখ ৩০-৯-১৯৯৭

প্রথম পক্ষ, এ, ক, এম, রফিকুল ইসলাম অদ্য উপস্থিত হইয়া মামলটি প্রত্যাহার করিবার জন্য দরখস্ত দিয়াছেন। মামলটি অদ্য পেশ করার জন্য আর একটি দরখস্ত দিয়াছেন। শুনিলাম। নথি অদ্য পেশ করা হইল। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবির বক্তব্য শুনিলাম। উভয় পক্ষের মধ্যে নিষ্পত্তি হওয়ার মামলটি পরিচালনার আবশ্যকতা নাই বিধায় প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলটি প্রত্যাহার করার জন্য প্রথম পক্ষকে অনুমতি প্রদান করা হ্ল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, কেস নং ৬৬/৯৭

খোরশেদ আলম, পি, এ
বিসিআইসি, বর্তমান-কোহিনুর ব্যাটারী ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ,
১৪৩-১৪৫, টংগী শিল্প এলাকা, ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

বি, সি, আই, সি, প্রতিনিধিত্বে-ইহার চেয়ারম্যান,
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা—প্রতিপক্ষ/ দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৬, তারিখ-২১-৯-১৯৯৭

উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমাণ্ডার (অবঃ) এম, এ, আজিজ খান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের ২০-৮-১৯৯৭ ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারে দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং তাহাদের স্বাক্ষর আদেশ নামায় গ্রহণ করা হইল। সুতরাং এই রূপ;

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের ৩ (তিন) কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং ৬৮/১৯৯৭

মোঃ মকবুল চৌধুরী,
প্রযত্নে ঢাকা মহানগরী হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন,
৮, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা—১০০০। প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) প্রদীপ হোটেল,
প্রতিনিধিত্বে-ইহার মালিক,

(২) মালিক, প্রদীপ হোটেল,

(৩) ম্যানেজার, প্রদীপ হোটেল,
সকলের ঠিকানা : ১৯, বাসীবাগ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ

আদেশের কপি

আদেশ নং ৬, তারিখ, ২১-৯-১৯৯৭

উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমাণ্ডার (অবঃ) এম, এ, আজিজ খান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের ২৮-৮-৯৭ তারিখে দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষকে মামলাজটি প্রত্যাহার করার অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং তাহাদের স্বাক্ষর আদেশ নামায় গ্রহণ করায় হইল। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দান করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।